যুগান্তর

তারিখ ...... 4 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ পর্যালোচনা সভা

যুগান্তর রিপোর্ট

'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি অধ্যাদেশ ২০০৯'-এর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষাবিদরা আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যাপারে মতামত দেন। তবে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় সভাটি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পরে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে অধ্যাদেশটি চূড়ান্তভাবে জারি করে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু পরে বিভিন্ন মহল থেকে এটির ব্যাপারে আপত্তি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার আসার পরপরই এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাদেশ স্থগিতের এখতিয়ার নিয়ে যদিও প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু আইন আরও গ্রহণযোগ্য করতে সরকার ফের আলোচনার পথে অগ্রসর হয়। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সভাটি হয়। জানা গেছে, সভায় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকরা অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা বহাল রাখা ও কিছু কিছু ধারা পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তাদের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ তিনটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে একজন সাংসদ, ডিসি, টিএনওকে রাখা, শিক্ষানুরাগীকে বোর্ড বা বিদ্যালয় থেকে মনোনয়ন দেয়া, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অভিভাবক বাছাই, কমিটির মেয়াদ ৩ বছর, মুলতবি সভায় এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও পরীক্ষা উপকমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি গঠন এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি।